

রাজনৈতিক অবস্থা যা সৃষ্টির দিকে পরিচালিত করেছিল

1947 সালে পাকিস্তানের

1940 সালে, জিন্নাহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য লাহোরে মুসলিম লীগের একটি সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করেন এবং ভারত সরকার ভারতীয় নেতাদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই যুদ্ধে যোগ দেয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে 1937 সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণগুলি বিশ্লেষণ করাও এই বৈঠকের লক্ষ্য ছিল। তার বক্তৃতায়, জিন্নাহ ভারতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয়তাবাদীদের সমালোচনা করেন এবং দ্বি-জাতি তত্ত্ব এবং পৃথক স্বদেশের দাবির কারণগুলিকে সমর্থন করেন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খান মূল রেজোলিউশনের খসড়া তৈরি করেছিলেন কিন্তু চূড়ান্ত সংস্করণটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা মুসলিম লীগের সাবজেস্ট কমিটির দীর্ঘস্থায়ী পুনর্বিন্যাসের পর উদ্ভূত হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান আন্তঃধর্মীয় সহিংসতার কারণে চূড়ান্ত পাঠ দ্ব্যর্থহীনভাবে একটি যুক্ত ভারতের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করেছে। রেজোলিউশনটি সাধারণ অধিবেশনে শেরে-বাংলা বাঙালি জাতীয়তাবাদী, এ কে এফ হক, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, চৌধুরী খলিকুজ্জামান এবং অন্যান্য নেতাদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল এবং 23 মার্চ 1940-এ গৃহীত হয়েছিল। রেজুলেশনটি নিম্নরূপ:

কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা মুসলমানদের জন্য কার্যকর বা গ্রহণযোগ্য হবে না যদি না ভৌগলিক সংলগ্ন এককগুলিকে অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করা হয় যা প্রয়োজন অনুসারে এই ধরনের আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলের মতো যেসব এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলিকে স্বাধীন রাজ্য গঠনের জন্য গোষ্ঠীভুক্ত করা উচিত যেখানে গঠনকারী ইউনিটগুলি হবে স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম... পর্যাপ্ত, কার্যকর এবং বাধ্যতামূলক সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকবে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকারের সুরক্ষার জন্য ইউনিট এবং অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের জন্য সংবিধানে তাদের পরামর্শে বিশেষভাবে প্রদান করা হবে। এইভাবে মুসলমানরা যেখানে সংখ্যালঘু ছিল তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত।

পাকিস্তান আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব

মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা হাইলাইট করেছিলেন যে পাকিস্তান একটি 'নতুন মদিনা' হবে, অন্য কথায়, মুহাম্মদ মদিনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র তৈরি করার পরে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামী রাষ্ট্র। পাকিস্তানকে জনপ্রিয়ভাবে একটি ইসলামিক ইউটোপিয়া, বিলুপ্ত তুর্কি খিলাফতের উত্তরসূরি এবং সমগ্র ইসলামিক বিশ্বের নেতা ও রক্ষক হিসাবে কল্পনা করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের পক্ষে সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব কিনা তা নিয়ে ইসলামী পণ্ডিতরা বিতর্ক করেছেন।

কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব 1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরে কারাগারে বন্দী থাকাকালীন, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একটি পৃথক স্বদেশ তৈরির বিষয়ে তীব্র বিতর্ক ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ বেরেলভী ও বেরেলভী উলামা পাকিস্তান সৃষ্টিকে সমর্থন করেছিলেন

এবং পীর এবং সুন্নি ওলামাদের মুসলিম লীগ দ্বারা সংঘবদ্ধ করা হয়েছিল যে ভারতের মুসলিম জনগণ একটি পৃথক দেশ চায়। বেরেলভিরা বিশ্বাস করত যে হিন্দুদের সাথে যেকোন সহযোগিতা বিপরীত ফলদায়ক হবে। অন্যদিকে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বে অধিকাংশ দেওবন্দীই পাকিস্তান সৃষ্টি ও দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। তাদের মতে মুসলমান এবং হিন্দু এক জাতি হতে পারে এবং মুসলমানরা কেবল ধর্মীয় অর্থে নিজেদের একটি জাতি ছিল, আঞ্চলিক অর্থে নয়। একই সময়ে,

কিছু দেওবন্দী উলামা যেমন মাওলানা আশরাফ আলী খানভী, মুফতি মুহাম্মদ শফী এবং মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানি আলাদা পাকিস্তান তৈরির জন্য মুসলিম লীগের দাবির সমর্থন করেছিলেন।

যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা বসবাস করত যেখানে তারা জনসংখ্যাগতভাবে সংখ্যালঘু ছিল, যেমন ইউনাইটেড প্রদেশ যেখানে মুসলিম লীগ জনসমর্থন উপভোগ করেছিল, জিন্নাহ আশ্বস্ত করেছিলেন যে তারা ভারতে থাকতে পারে, পাকিস্তানে চলে যেতে পারে বা ভারতে বসবাস চালিয়ে যেতে পারে কিন্তু পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে। .

1946 সালের গণপরিষদ নির্বাচনে, মুসলিম লীগ মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত 496টি আসনের মধ্যে 425টিতে জয়লাভ করে (মোট ভোটের 89.2% ভোট)। কংগ্রেস এতদিন অস্বীকার করেছিল

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম লীগের দাবি স্বীকার করেও শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচনের ফলাফলের পর লীগের দাবিতে রাজি হন। পাকিস্তানের জন্য মুসলিম লীগের দাবি ভারতের মুসলমানদের কাছ থেকে অত্যধিক জনপ্রিয় সমর্থন পেয়েছিল, বিশেষ করে সেইসব মুসলমান যারা ইউপি-র মতো প্রদেশে বসবাস করছিলেন যেখানে তারা সংখ্যালঘু ছিল।

ব্রিটিশদের ইচ্ছা ছিল না আর্থিক সংস্থান বা সামরিক শক্তি, ভারতকে আর ধরে রাখার জন্য কিন্তু তারা বিভাজন এড়াতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তারা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যবস্থা করেছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে, ভারতকে একতাবদ্ধ রাখা হবে কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের পৃথক গ্রুপিং দিয়ে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে কারণ এতে পাকিস্তানের 'সারাংশ' ছিল কিন্তু কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে।

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ব্যর্থ হওয়ার পর, জিন্নাহ একটি পৃথক পাকিস্তান তৈরির দাবিতে মুসলমানদেরকে সরাসরি কর্ম দিবস পালনের আহ্বান জানান। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে হিংসাত্মক দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়, সহিংসতা জাতিগত নির্মূলের উপাদানগুলি প্রদর্শন করে। কলকাতার দাঙ্গার পরে অক্টোবরে নোয়াখালী (যেখানে হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল) এবং বিহারে (যেখানে হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণ করেছিল) সহ অন্যত্র তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে হয়েছিল, যার ফলে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। মার্চ 1947 সালে, এই ধরনের সহিংসতা পাঞ্জাবে পৌঁছেছিল, যেখানে রাওয়ালপিন্ডি বিভাগে মুসলমানদের দ্বারা শিখ এবং হিন্দুদের গণহত্যা এবং তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসেবে নিযুক্ত করেন, পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা এবং অবিলম্বে ব্রিটিশ প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনার জন্য। মাউন্টব্যাটেন সহ ব্রিটিশ নেতারা পাকিস্তান সৃষ্টিকে সমর্থন করেননি কিন্তু জিন্নাহকে অন্যথায় রাজি করতে ব্যর্থ হন। মাউন্টব্যাটেন পরে স্বীকার করেন যে তিনি সম্ভবত পাকিস্তান সৃষ্টিতে নাশকতা করতেন যদি তিনি জানতেন যে জিন্নাহ যক্ষ্মা রোগে মারা যাচ্ছেন।

1947 সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশরা 1948 সালের জুনের মধ্যে ভারতকে তার স্বাধীনতা দেওয়ার ইচ্ছা ঘোষণা করেছিল। তবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তারিখটি অগ্রসর করার সিদ্ধান্ত নেন। জুন মাসে একটি বৈঠকে, নেহেরু এবং আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন, জিন্নাহ মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন, বি.

অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী আর. আশ্বেদকর এবং শিখদের প্রতিনিধিত্বকারী মাস্টার তারা সিং ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত ভাগ করতে সম্মত হন।

পাকিস্তানের সৃষ্টি

14 আগস্ট 1947 ( ইসলামী ক্যালেন্ডারের 1366 সালের 27 রমজান ) পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। পরের দিনই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রিটিশ ভারতের দুটি প্রদেশ , পাঞ্জাব এবং বাংলা, র‍্যাডক্লিফ কমিশন দ্বারা ধর্মীয় লাইনে বিভক্ত হয়েছিল । লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের পক্ষে লাইন আঁকতে র‍্যাডক্লিফ কমিশনকে প্রভাবিত করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। [৪০] [৪১][৪২]

পাঞ্জাবের বেশিরভাগ মুসলিম পশ্চিম অংশ পাকিস্তানে চলে যায়

এবং এর বেশিরভাগ হিন্দু এবং শিখ পূর্ব অংশ ভারতে চলে যায়, কিন্তু পাঞ্জাবের পূর্ব অংশে উল্লেখযোগ্য মুসলিম সংখ্যালঘু এবং পাঞ্জাবের পশ্চিম অঞ্চলে হালকা হিন্দু ও শিখ সংখ্যালঘুরা বসবাস করে।

বিভাজনের কারণে জনসংখ্যা স্থানান্তর প্রয়োজন হবে এমন কোনো ধারণা ছিল না। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে তারা যে রাজ্যে বসবাস করতে দেখেছে সেখানেই থাকবে বলে আশা করা হয়েছিল। তবে পাঞ্জাবের জন্য একটি ব্যতিক্রম করা হয়েছিল যা অন্যান্য প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। পাঞ্জাবে তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারত ও পাকিস্তানের সরকারগুলিকে পাঞ্জাবে বসবাসকারী মুসলিম এবং হিন্দু/শিখ সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক জনসংখ্যা বিনিময়ে সম্মত হতে বাধ্য করে।

এই জনসংখ্যা বিনিময়ের পর পাকিস্তানি পাঞ্জাবে মাত্র কয়েক হাজার নিম্নবর্ণের হিন্দু রয়ে যায় এবং ভারতের পাঞ্জাবের অংশের মালেরকোটলা শহরে মাত্র একটি ক্ষুদ্র মুসলিম জনসংখ্যা রয়ে যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইশতিয়াক আহমেদ বলেছেন যে যদিও মুসলমানরা পাঞ্জাবে সহিংসতা শুরু করেছিল, 1947 সালের শেষ নাগাদ পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু ও শিখদের তুলনায় পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দু এবং শিখদের দ্বারা বেশি মুসলমান নিহত হয়েছিল। নেহেরু 22 আগস্ট গান্ধীকে লিখেছিলেন যে তখন পর্যন্ত, পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু এবং শিখদের তুলনায় পূর্ব পাঞ্জাবে দ্বিগুণ মুসলমান নিহত হয়েছে।

দশ মিলিয়নেরও বেশি লোক নতুন সীমান্ত জুড়ে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে 200,000 থেকে 2,000,000 লোক মারা গেছে যা কিছু পণ্ডিতদের মতে

ধর্মগুলোর মধ্যে 'প্রতিশোধমূলক গণহত্যা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পাকিস্তান সরকার দাবি করেছিল যে 50,000 মুসলিম মহিলাকে হিন্দু এবং শিখ পুরুষদের দ্বারা অপহরণ এবং ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং একইভাবে, ভারত সরকার দাবি করেছিল যে মুসলমানরা 33,000 হিন্দু এবং শিখ মহিলাকে অপহরণ ও ধর্ষণ করেছে। দুই সরকার অপহৃত মহিলাদের প্রত্যাবাসনে সম্মত হয়েছিল এবং 1950-এর দশকে হাজার হাজার হিন্দু, শিখ এবং মুসলিম মহিলাকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।